স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 2nd Sept. 1964 { ১৬শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

স্টুডেন্টস ফেভারিট

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

সাড়ে ষোল আনার কর্ত্তা

—০—

জমিদারের প্রাপ্য খাজনা আদায়ের জন্য মহালে মহালে মৌজায় মৌজায় আদায়কারী তশীলদার বাহাল করা হইত। পাছে সেই তশীলদার খাজনা আদায় করিয়া টাকা আত্মসাৎ করে বলিয়া তাহার (তশীলদারের) জামিনী কবুলিয়ৎ লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জামিন রাখা হইত নিজের বা নিজের কোনও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি। তশীলদার মহাশয় জমিদার মহাশয়ের খাজনা তো আদায় করিতেনই, বৎসরের শেষে প্রজার যত টাকা আদায় হইত প্রতি টাকায় অন্ততঃ ৵১০ পয়সা হিসাবে নিকাশী পার্ব্বণী প্রজার নিকট আদায় করিতেন। এইজন্য পরিহাস করিয়া তশীলদারকে বলা হইত—ইনি মহালের "সাড়ে ষোল আনার কর্ত্তা", যেহেতু তিনি জমিদারের প্রাপ্য ষোল আনা এবং নিজের প্রাপ্য ৵১০ পয়সা মোট সাড়ে ষোল আনা আদায় করিতেন। এই সাড়ে ষোল আনার কর্ত্তা তশীলদার বা তাহার উপরওয়ালা নায়েব মহাশয় প্রজার উপর কোনও অত্যাচার বা অন্যায় করিলে প্রজা জমিদারকে হুজুর-মা-বাপ বলিয়া সম্বোধন করতঃ অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুবিচার যে পাইত না তাহা বলা যায় না।

জমিদারকে সাধারণ ভাষায় রাজা বলা হইত। "রাজা প্রজা" সম্বন্ধ যেন "পিতা পুত্র" সম্বন্ধ বলিয়া বর্ণিত হইত। মাত্র ১৲ একটি টাকা সেলামী বা নজরয়ানা দিয়া রাজার কাছে তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে নালিশ চলিত। শাস্ত্রেও কথিত আছে—

"রাজা প্রজা পালয়তি
পিতা-পুত্রানিবৌরসান
পিতরিব নৃপে তস্মাৎ
বর্ত্তিতব্যং প্রজাগণৈঃ॥"

অর্থ :—

ভূ-স্বামী রাজা নিজের ঔরসজাত পুত্রের মত প্রজাদের পালন করিতেন। প্রজারাও রাজাকে পিতার মত সম্মান করিতে দ্বিধা করিত না।

এখন নিরক্ষর চাষার জমিদার হইলেন সরকার। ইহা সকলেই জানেন—সরকারের দরবারে কোন প্রতিকারপ্রার্থী হওয়া কত ব্যয়সাধ্য। ষোল আনার কর্ত্তা হইলেন সরকার বাহাদুর কিন্তু এই যে "সাড়ে ষোল আনার কর্ত্তা" যাঁহারা হইলেন তাঁহারাই বিচারপ্রার্থী দেখিলেই বাঁ হাতের সম্মানার্থী হইয়া কত অপকর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত।

তাসের গ্রাবু খেলাকে চলতি কথায় বিস্তি খেলা বলে। এই খেলায় সাহেবের মান তিন ফোটা, বিবির মান দুই ফোটা কিন্তু রঙের গোলামের মান কুড়ি ফোটা। জমিদারীর মালিক কেহ থাকিল না। চাকরে চাকর খাটিয়ে সরকার চলে। চাকরকেই 'গোলাম' বলে। যার হাতে কাজ থাকে সেই রঙের গোলাম। সাহেব থাকিলেও তার দাম তিন ফোটা। গোলামের কুড়ি ফোটার প্রতাপে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে এই জমিদারী উচ্ছেদের ফলে। এই আশঙ্কা। এঁরা সাড়ে ষোল আনা আদায়ে খুসী হইবেন না। ষোল আনার স্থলে ষোল টাকার কর্ত্তা অনেক দেখিবে প্রজারা। নীতি এখন দূরে গিয়া দুর্নীতির রাজ্য হইয়াছে। কংগ্রেসও একথা স্বীকার করেন। জমিদারী উচ্ছেদ ব্যাপারে আনন্দ করিবার সময় এখনও আসে নাই। ভয় হয়—কাঙাল দেশ 'তপ্ত খোলা হইতে জলন্ত আগুনে' পড়িল কি না। তবুও বলি—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

গত ২১শে আগষ্ট, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় জেমো রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার সম্মুখস্থ ময়দানে প্রায় পাঁচ সহস্র লোকের সমাবেশে মহকুমা ভিত্তিক আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর জন্মশতবার্ষিক সমিতির উদ্যোগে শান্ত গম্ভীর পরিবেশে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয় এবং উক্ত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ডক্টর অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভাধিবেশনের প্রারম্ভে স্বস্তি বাচন করেন কান্দী রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি বরণের পর সভাপতি মহাশয় আচার্য্যদেবের আলেখ্যে মাল্য-ভূষিত করেন এবং শত দীপ প্রজ্বালন করেন। শতবার্ষিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দু-নারায়ণ রায় সুললিত ভাষায় সম্পাদকীয় বিবৃতি দান করিয়া সকলের পরিতৃপ্ত সাধন করেন।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিক উৎসবের কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমনোজ দত্ত, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি এবং সভাপতি মহাশয় অনুষ্ঠানোচিত ভাষণ দান করেন। শেষোক্ত তিনজনের সুচিন্তিত ভাষণ বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উদ্বোধন সঙ্গীত ও সমাপ্তি সঙ্গীতে শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কয়েকটি বালিকা অংশ গ্রহণ করেন। সঙ্গীত দুইটিই শ্রোতৃবর্গকে আনন্দ দান করিয়াছে। কান্দী পৌর সভাপতি শ্রীশ্রীপতি সিংহ মহাশয় সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিকে এবং সমবেত মহিলা ও সুধীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল।

—সংবাদদাতা

পরলোকে মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা কেন্দ্রের সদস্য মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন গত ২৩শে আগষ্ট রাত্রি ৮-১০ মিনিটে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন কিছুদিন যাবত ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। অস্ত্রোপচারেও কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। রবিবার রাত্রিতেই তাঁহার মৃতদেহ ট্রাকযোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। যাইবার পথে ২৪শে আগষ্ট সকালে জেলা কংগ্রেস কার্য্যালয়ে মৃতদেহ আনয়ন করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্রীসত্যব্রত ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে জেলা কংগ্রেস কার্য্যালয়ে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

আবার আসিল পূজা

॥ সু—মো—দে ॥

আবার আসিল পূজা—
আসিছে গৌরী আনন্দময়ী
শ্রীদুর্গা দশভুজা।
আউশ আমলা জীবন জাগায়
কাশ ফুলরাশি চামর দোলায়,
শুনি বোধনের গান,
আলিপনা আঁকা পূজা বেদীতল
ভাতের অভাবে বাঙালী পাগল,
চাউলের দর আকাশ-চুম্বী
হায় বুঝি ছাড়ে প্রাণ!
এস মা অভয়া বিপদতারিণী
দুর্গত বাংলায়,
উদ্ধার করো জাতিকে জননী
বরাভয় করুণায়।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে
মুক্তহস্তে দান করুন

নাবালিকা ধর্ষণের অপরাধে আসামীর কারাদণ্ড

সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত তিলপাড়া গ্রামের শ্রীভগীরথ দাসের পনর বৎসর বয়স্কা পত্নী ফুলটুসি দাসীকে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী থানার অন্তর্গত জগতাই গ্রামের সুলতান সেখ ধর্ষণ ও অবৈধ সংসর্গ করার অপরাধে পুলিশ সুলতান সেখের বিরুদ্ধে মামলা অপসরণ করেন এবং বীরভূমের জেলা ও দায়রা জজ শ্রী আর, বিশ্বাসের আদালতে আসামীর বিচার হইয়া আসামী দোষী সাব্যস্থ হয় এবং জজ বাহাদুর আসামীকে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ আসামী সাঁইথিয়ায় বিড়ি বাঁধার কাজ করিত কোন প্রকারে ফুলটুসির সহিত সুলতান সেখের পরিচয় হইলে আসামী ফুলটুসিকে লইয়া সুতী থানার মহাতাবপুর গ্রামে তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখে। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীপ্রভাতকুমার দাস সংবাদ পান যে একটি হিন্দু বালিকাকে জনৈক মুসলমানের গৃহে আনিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি থানায় খবর দিলে সুতী থানার পুলিশ ফুলটুসিকে সুলতানের কবল হইতে উদ্ধার করে এবং সাঁইথিয়া থানা পুলিশের জিম্মায় ফুলটুসিকে দেন ফুলটুসির স্বামীর আবেদন ক্রমে পুলিশ কেস করে। এই মোকর্দ্দমা শুনানী চলিতে থাকাকালে জেলায় বিভিন্ন স্থান হইতে এক শ্রেণীর জনতা প্রতিদিন আদালত প্রাঙ্গণে ভিড় জমাইত।

অগ্নিফৌজ পূজা সমিতির

১৩৭০ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব

আয়—সর্বসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদা মোট—৩৮৯.৩৮, পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত—১৮.৯৪

ব্যয়—প্রতিমা নির্মাণ, পূজার উপকরণ ভোগাদি ও দক্ষিণা—২৮৮.৬১, মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা শোভাযাত্রা ও প্রতিমা নিরঞ্জন—১০০.৬১, অন্যান্য—৯.৬৫, বাজার দেনা—০.৫৫

বিনীত—
শ্রীপ্রভবেন্দু গুপ্ত, সম্পাদক
পূজাসমিতি অগ্নিফৌজ।

রঘুনাথগঞ্জ সার্বজনীন দুর্গা পূজার

১৩৭০ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব

জমা—গত বৎসরের জের ০, বর্তমান বৎসরে চাঁদা আদায়—৬৩২.৭৫, সম্পাদকের নিকট হইতে ধার জমা—৬.২২ মোট—৬৩৮.৯৭

খরচ—প্রতিমা ১৪০.০০, বাদ্য ৪৫.০০, নর-নারায়ণ সেবা ৭৬.৯৩, ইলেকট্রিক ৬০.০০, ছাপা খরচ ৮.০০, মণ্ডপ ১০৫.০৮, পূজা ১০৭.৩৯, পুরোহিত ২০.০০, নিরঞ্জন ৪১.৯৯, লক্ষ্মী পূজা ১৮.৮৪, বিবিধ ১৫.৭৪, মোট—৬৩৮.৯৭

(স্বাঃ) শ্রীঅশোককুমার রায়, সম্পাদক

আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষান্তে দেখা যায় হিসাবাদি যথারীতি রক্ষিত হইয়াছে।

(স্বাঃ) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি, এল
২৩-৮-৬৪ হিসাব পরীক্ষক।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

১৯৬৪ সালের ডিক্রীজারী

১৩ মনি ডিঃ সুগনচাঁদ সেরাওগী দেঃ শ্রীচরণ মণ্ডল দাবি ৫৯.৯৭ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মির্জ্জাপুর ৮ শতকের কাত ১।৶৬ আঃ ৩০৲ খং ১৩০৮ ঐ জমি ও তদুপরিস্থিত খেড়ী ঘর মায় চাল ছাপ্পর কপাট চৌকাট সহ নওয়া জিম্মা রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

১৯৬৩ সালের ডিক্রীজারী

১৪ মনি ডিঃ গিয়াসুদ্দিন বিশ্বাস দেঃ আবদুল আজিজ মোমিন দাবি ৩৪৫.১৭ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে কেন্দুয়া ১-৬৭ শতকের কাত ১-৯২ পঃ উহার ৳ অংশ পরতামত খাজনা ৬৪ পঃ আঃ ১০০৲ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং ***বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি*** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

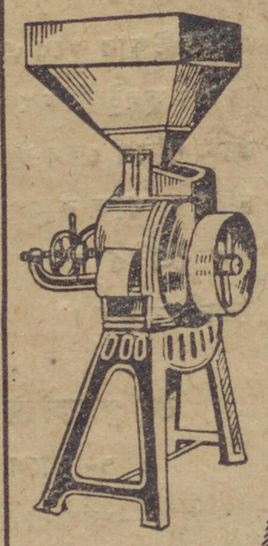

★আই, সি, আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

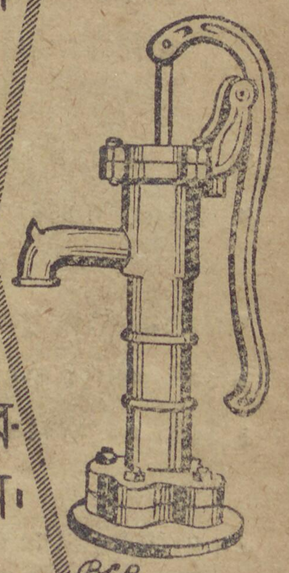

বিক্রেতা:-

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)